आचार्य
श्री नरेंद्र मोदी

ACHARYA (CHANCELLOR)
SHRI NARENDRA MODI

उपाचार्य
प्रो. विद्युत चक्रवर्ती

UPACHARYA (VICE-CHANCELLOR)
PROF. BIDYUT CHAKRABARTY

विश्वभारती
VISVA-BHARATI

(Established by the Parliament of India under
Visva-Bharati Act XXIX of 1951
Vide Notification No. : 40-5/50 G.3 Dt. 14 May, 1951)

संस्थापक
रवीन्द्रनाथ ठाकुर

FOUNDED BY
RABINDRANATH TAGORE

शांतिनिकेतन - 731235
SANTINIKETAN - 731235
जि.वीरभूम, पश्चिम बंगाल, भारत
DIST. BIRBHUM, WEST BENGAL, INDIA
फोन Tel: +91-3463-262 451/261 531
फैक्स Fax: +91-3463-262 672
ई-मेल E-mail: vice-chancellor@visva-bharati.ac.in
Website: www.visva-bharati.ac.in

सं./No._____ दिनांक/Date._____

षष্ঠ বার্তালাপ

আমার সহকর্মীবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রী এবং গ্রাসাচ্ছাদন ও ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির প্রশ্নে বিশ্বভারতীর উপর নির্ভরশীল বন্ধুদের উদ্দেশে—

২৫ জুলাই ২০২০

জমি-হাঙরদের মহামারি

বিশ্বভারতীর প্রামাণিক ইতিহাস এখনও লেখা হয়নি। ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী হিসেবে তার বিবর্তনের বৃত্তান্ত এতটাই সবার জানা যে তা আর নতুন করে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। ১৮৬৩ সালে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এখানে আগমন থেকেই সূচনা হয়েছে এর বিস্তারের ইতিহাস। যাই হোক, ঔপনিবেশিক পর্বে একটি বিকল্প শিক্ষাধারা সূচনার প্রয়াস হিসেবে মহর্ষিপুত্র রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী-প্রবর্তনা সূত্রেই শান্তিনিকেতন বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করে। ঔপনিষদিক ও অন্যান্য স্বদেশীয় দার্শনিক চিন্তাভাবনার বনেদের উপর কবি তাঁর শিক্ষাচিন্তা প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন যা কেবল পুথিগত বিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং প্রায়োগিক শিক্ষার উপর তাতে গুরুত্ব ছিল বেশি। তাঁর শিক্ষাচিন্তার বিশেষ অভিমুখ ছিল পুথিলব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে প্রকৃতির সান্নিধ্যলব্ধ জ্ঞানের সম্মিলন-প্রয়াসের দিকে। সেইজন্যই প্রকৃতির উন্মুক্ত অঙ্গনে, প্রকৃতির সান্নিধ্যে থেকে পাঠভবন (বিশ্বভারতীর বিদ্যালয়-পর্যায়ের অন্যতম স্কুল)-এর ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান-অর্জনের ক্লাস আশ্চর্যের কিছু নয়। গুরুদেবের শিক্ষাচিন্তার এই হল এক বিশেষত্বের দিক, আর অন্যদিকটি হল আশ্রম-সন্নিহিত মানুষের হিতসাধনের দিকটি সুনিশ্চিত করা। তাঁর আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য বিশ্বভারতী তার সূচনালগ্নেই আশ্রম-সন্নিহিত পঞ্চাশটি গ্রামের দায়িত্ব নিয়েছিল। সবাই জানেন, বিশ্বভারতীকে বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য গুরুদেব সারাপৃথিবী থেকে গবেষকদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছিলেন, যা ব্রিটিশ ভারতের চালু শিক্ষানীতির থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক ধারা। শুধু ভারতীয় গবেষকেরাই যে রবীন্দ্রনাথের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন তা নয়, তার মধ্যে লেনার্ড নাইট এলম্‌হার্স্ট (১৮৯৩-১৯৭৪), সিএফ অ্যান্ড্রুজ (১৮৭১-১৯৪০) প্রমুখের মতো বিদেশি বিদ্বজ্জনও ছিলেন যাঁরা বিশ্বভারতীর মহানব্রতের

শরিক হয়েছিলেন। গুরুদেব যাঁদের বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষক হিসেবে মনোনীত করতেন তাঁদের অনেকেই গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বেতনটুকুও পেতেন না। তবুও তাঁরা শিক্ষার নিয়ে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার এই মহতী ও উদ্ভাবনশীল কেন্দ্রটির সঙ্গে আদর্শগত ঐক্যাত্ম অনুভব করতেন বলেই খুশি মনে কাজ করে যেতেন। তাঁদের কাছে বিশ্বভারতীর জন্য সেবা করা কথাটার মানে ছিল এক অনন্য সাংস্কৃতিক নিরীক্ষাস্থলটির সঙ্গে ওতপ্রোত যুক্ত থাকার আন্তরিক অভিলাষ।

যদিও বিশ্বভারতীর শিক্ষকেরা তখন যোগ্য বেতন পেতেন না, তবে তাঁদের বাড়ি তৈরির জন্য জায়গা ইজারা(লিজ) দেওয়া হত। তাঁরা যাতে আশ্রম-চত্বরের মধ্যে থাকতে পারেন; এবং বিশ্বভারতী যাতে তার আশ্রমিক চরিত্র থেকে ভ্রষ্ট না হয় সেই উদ্দেশ্যেই বাড়ি তৈরির ওই জায়গাটুকু দেওয়া হত। সেদিক থেকে এটা বেশ তারিফ করারই বিষয়। শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে দেশ-বিদেশ থেকে আগত পণ্ডিতদের সহাবস্থান জায়গাটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। কলকাতার কোলাহল থেকে শুধু দূরবর্তী বলেই নয়, এখানকার পরিবেশ ছিল শিল্পদূষণমুক্ত। এখানকার পরিবেশের নির্মলতা কিছুতেই বিঘ্নিত হতে দেওয়া হত না।

অতীত-গৌরবের এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আমি (পরবর্তীকালে) বিশ্বভারতীর জমি গ্রাস এবং তার উপর অবৈধ ও বেআইনি নির্মাণের সম্বন্ধসূত্রের দিকটিতে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইছি। বিশ্বভারতী চত্বরের আয়তন সংকোচনের বিষয়টি খুব তন্নিষ্ঠভাবে দেখলে বোঝা যায় সমাজের উচ্চস্তরের মানুষজনও তার জন্য সমানভাবে দায়ী। শান্তিনিকেতনের আশপাশের মানুষজন অবৈধভাবে কলকাঠি নেড়ে; কখনওবা জমি-হাঙরদের থেকে বিশ্বভারতীর সম্মতিরক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের ভয় দেখিয়ে বা শারীরিক হেনস্থার হুমকি দিয়ে এইসব জমি কবজা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্বরক্ষার স্বার্থে ও তার বিকাশের জন্য আন্তরিক (আমাদের) অনুরাগের অভাবের কারণে এর প্রতিবিধানের কথা মুখে বলা সহজ কিন্তু কাজে করে দেখানো কঠিন; এবং তার থেকে মুক্তির সহজ কোনও পথও নেই! লক্ষণীয়, যাঁরা এইসব জঘন্য কাজের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরাই নির্লজ্জের মতো নিজেদের 'রাবীন্দ্রিক' প্রমাণ করতে কোনও খামতি রাখেন না! পরিহাস শুধু এইটুকুই নয়; গুরুদেবের অনন্যসাধারণ সমাজ-রাজনৈতিক চিন্তাধারা বাস্তবায়নের পরিবর্তে আপন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে, আপত্তিকর উপায়ে, গুরুদেবের প্রতি আন্তরিকতাবিহীন একটা সঙ্ঘবদ্ধ গোষ্ঠীর স্বার্থান্বেষী ছকের কাণ্ডকারখানাও এখানে গড়ে উঠেছে। এইসব মানুষের কাছে বিশ্বভারতী হল প্রবচনের সেই সোনার ডিমপাড়া হাঁস; যেহেতু এখানে একটা বাড়ি বা জমি-জায়গা থাকলে বাঙালির সামাজিক নামডাক বেড়ে যায়— তা সে বছরে বড়জোর সপ্তাহখানেক কাটালেও! বিশ্বভারতীতে তাঁরা বছরে দুবার 'রাবীন্দ্রিক' হিসেবে আবির্ভূত হন— ডিসেম্বরের পৌষমেলায় আর মার্চের বসন্তোৎসবে। বছরে এই দুই উপলক্ষ্য ছাড়া বাকি সময় এসব আবাস(যদি প্রাসাদতুল্য নাও বলি) থাকে কেয়ারটেকারদের জিম্মায়। আমি বলছি না যে তাঁদের সারাবছর এখানে থাকতেই হবে, কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই দেখা গেছে কেয়ারটেকারদের হাতে থাকা এইসব বাড়িগুলোতে এমন ধরনের অনভিপ্রেত কাজকর্ম হয় যা আশ্রম-ধারণার সঙ্গে বোধহয় সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

২০১৮ সালের নভেম্বরে বিশ্বভারতীতে যোগ দেওয়ার পর বিশ্বভারতীর জমিদখল ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বেআইনি নির্মাণের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। মানবসম্পদবিকাশ মন্ত্রক ২০১৭ সালের ৩০ নভেম্বর তারিখে দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দেশে প্রদত্ত এক কড়া নির্দেশনামায় প্রতিষ্ঠানগুলির হৃতজমি পুনরুদ্ধার এবং বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেয়। সেইমতোই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। মন্ত্রকের সেই নির্দেশ ধারাবাহিক ও অব্যাহত রাখবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আরও সক্রিয় হয়। মন্ত্রকের নির্দেশের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্য আমার কার্যকালের সূচনা থেকে এযাবৎ বেশ কয়েকটি জমি-উদ্ধার অভিযান করা হয়, যার মধ্যে কয়েকটি হল:

১। ডাকঘর ও সুবর্ণরেখার পাশে মনোহারি, সবজি ও ফলমূলের অনেকগুলো দোকান আছে। বেশ কয়েকবার ঘুরেফিরে দেখার পর আমরা বুঝতে পারলাম তার মধ্যে কয়েকটা চালা(কেউ কেউ বলছেন দোকান!) আছে যার দরজা বছরের পর বছর খোলাই হয় না। আমরা দিব্যি বুঝতে পারলাম যে এর উদ্দেশ্যটা হল জায়গাগুলো তাদের নিজেদের দখলে রাখা! আমরা এও জানতে পারলাম, মোটা টাকার বিনিময়ে এই দোকানগুলোর মালিকানা পর্যন্ত হস্তান্তর হয়ে গেছে! এই পরিস্থিতিতে প্রশাসন স্থির করে মাসাধিক কাল বন্ধ পড়ে থাকা তথাকথিত ওই দোকানগুলো ভেঙে ফেলা হবে। যে দোকানগুলো চালু আছে এবং কোনও কোনও পরিবারের রুটি-রোজগারের উৎস হিসেবে রয়েছে আমরা সেগুলিকে ঘাঁটাইনি; যদিও আমরা জানতে পেরেছি তাদের মধ্যে অনেক দোকানদারই যথেষ্ট সম্পন্ন মানুষ। তবু, অবৈধভাবে বিশ্বভারতীর জায়গা দখল করে দোকান করা সত্ত্বেও, রুটি-রোজকারের ক্ষেত্র বলে আমরা দোকানগুলো চালিয়ে যেতে দিয়েছি।

২। এরপর আমাদের নজর পড়ল নন্দসদন হস্টেলের কাছে অবৈধভাবে নির্মিত ক্যান্টিনটির দিকে, যেখান থেকে নাকি হস্টেলের আবাসিকদের জলখাবার ও চাপাটি খাওয়ানো হত বলে শোনা যায়! ক্যান্টিনের মালিক আমাদের সম্পত্তি-আধিকারিককে হুমকি দিয়ে বলেন, যদি ক্যান্টিন ভাঙবার জন্য এক-পা এগোনো হয় তাহলে ছাত্রদের উসকে দিয়ে তীব্র একটা প্রতিরোধ-আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। এমনকি, আমার উপস্থিতিতে শান্তিনিকেতন থানার ওসি তাকে অনুরোধ করলেও তিনি তাঁর গোঁ ধরেই থাকে। আমরা স্থির সিদ্ধান্ত নিই ওই ক্যান্টিন ভেঙে ফেলা হবে। এর পিছনে আরেকটা কারণ হল পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল আমাদের একটা চিঠি পাঠান যাতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানানো হয় ওই ক্যান্টিনের আড়ালে ওখানে এমন কিছু অসামাজিক কাজকর্ম হয়ে থাকে, এমন কিছু জিনিস চলে যা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঘটে চলা একেবারেই কাম্য নয়। আমাদের আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হল। বাহ্যত ওই জীর্ণ বাড়িটার ভিতরে যাবতীয় অসামাজিক কাজকর্মের চিহ্ন টের পাওয়া গেল যা স্থানীয় 'বড়দাদা'(যাঁরা আইনকে সাধারণত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে থাকেন!)-দের বদান্যতায় চলছিল বলেই মনে হয়।

৩। শান্তিশ্রী হস্টেলের গল্পও সেই একই। হস্টেল বিল্ডিঙের কোনা ঘিরে সেখানে তৈরি করা হয়েছিল একটা বড় মাটির কাঠামো। সেখানে নাকি ছাত্রদের জলখাবার ও স্ন্যাক্স দেওয়া হত। আমরা সবিনয়ে ক্যান্টিন মালিককে বললাম ওই কাঠামো ভেঙে দিতে। তাতে তিনি কর্ণপাত তো করলেনই না, উলটে সেই অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে যাওয়া আমাদের সহকর্মীদের উদ্দেশে অকথ্য গালিগালাজ করতে থাকলেন। তবুও আমরা এটা চলতে দিইনি। সম্মতি আধিকারিকের কার্যালয়কে বলা হয় ওই কাঠামো ভেঙে ফেলার জন্য; এবং তা করা হয় অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলার যুক্তিতেই।

৪। আমরা দেখলাম, মেলাপ্রাঙ্গণের পাশে গজিয়ে ওঠা তথাকথিত 'কবিগুরু মার্কেট'-এরও কোনও আইনগত স্বত্ব বা বৈধ স্বীকৃতি নেই। বিশ্বভারতী এটা মাথায় রেখেছিল যে এই দোকানগুলোর উপর অনেক পরিবার নির্ভরশীল; এই পুজিটুকুর উপর নির্ভর করেই অনেক পরিবার টিঁকে থাকে। অবশ্য আমাদের কাছে এরকম খবরও আছে যে এরমধ্যে অনেক দোকান-মালিকই আসলে বেশ ধনী, এবং তাদের মধ্যে একজন বা দুজনের শান্তিনিকেতনে নিজেদের রিসর্ট, গেস্টহাউস ইত্যাদিও আছে! সোনাঝুরি হাটের দিকে গেলেই চোখে পড়বে অনেক লজ বা রিসর্টের বিজ্ঞাপন ফলক; যার মালিকেরা আবার এই কবিগুরু মার্কেটে হস্তশিল্পের দোকান খুলে রেখেছেন! বিশ্বভারতী জমিদখলের শিকার— এই কথাটা সবাইকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য আমি আমার সমমনোভাবাপন্ন সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ২০১৯ সালের আগস্ট মাসে বারোঘণ্টা অনশন ধর্মঘটে বসি। সেইসঙ্গে এও উপলব্ধি করি ব্যাপারটা রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদের মৌলিক ধারণার সঙ্গে ঠিক মানানসই হবে না যদি আমরা অনেক ব্যবসায়ীর জীবিকা-অর্জনের মূল অবলম্বন ওই কারবারটুকু এককথায় গুটিয়ে নিতে বলি! সেইজন্য আমরা একটা বিকল্প পথ খুঁজে বের করি। কবরখানার কাছে চিহ্নিত দুবিঘা জমিতে একটা মার্কেট-কমপ্লেক্স তৈরি করে সেখানে স্থানচ্যুত ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়। মাননীয় মন্ত্রী শ্রীচন্দ্রনাথ সিন্‌হা এব্যাপারে আমাদের খুব সহযোগিতা করেন, এবং এই কমপ্লেক্স গড়ে তোলার জন্য বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে তাঁর কাজ শুরু করার প্রয়োজনীয় সম্মতিও দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি রাজ্যসরকারের অনুমোদন-সাপেক্ষ, যেহেতু আমরা জায়গাটা পেয়েছিলাম রাজ্য সরকারের কাছ থেকেই। আমাদের বিশ্বাস, শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদ্ পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নে উপযুক্ত পদক্ষেপ করেছে। প্রাথমিকভাবে আমাদের সুনিশ্চিত করে জানানো হয়েছিল, জুন ২০২০-এর মধ্যে কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এখন শোনা যাচ্ছে ডিসেম্বর ২০২০-র মধ্যে দোকানদারেরা এই বহুতল (ভূমিতল+৩)বিপণিকায় দোকানের মালিকানাস্বত্ব পাবেন। অনুমোদিত ডিপিআর এরমধ্যেই নির্মাণকারীদের হাতে পৌঁছেও গেছে। মন্ত্রীমহোদয় আমাকে এও জানিয়েছেন যে কমপ্লেক্স তৈরি হবে পিপিপি(পাবলিক-প্রাইভেট-পার্টনারশিপ) মডেলে; এবং প্রাইভেট নির্মাণকারী-সংস্থা নির্বাচনও এরমধ্যে সম্পন্ন হয়ে গেছে। যাঁরা এই প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বে রয়েছেন তাঁদের আশ্বাস অনুযায়ী আমরা ধরে নিতে পারি ডিসেম্বরের মধ্যে কাজটি সম্পূর্ণ হবে।

৫। বালিপাড়া, পিয়ার্সনপল্লি ও কালীগঞ্জ গ্রামের স্থানীয় আদিবাসীরা বিশ্বভারতীর ৫০ একরের বেশি জমি দখল করে রয়েছেন। আইনত এই তিনটি গ্রাম বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসের মধ্যেই অবস্থিত। এটা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে বিশ্বভারতী পৃথিবীতে সম্ভবত একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যার মধ্যে ২০০০-এর বেশি জনসংখ্যা-সম্বলিত তিন-তিনটে গ্রাম অবস্থিত! সেখানে বিশ্বভারতী প্রাথমিক বিদ্যালয়, অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্র, ডাক্তারখানা, মুক্তমঞ্চ ইত্যাদি আরও নানারকম বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করে চলে যেহেতু গ্রামগুলি পঞ্চায়েত বা পৌরসভা— কোনওটিরই অন্তর্গত নয়; এবং যে-কারণে এখানকার মানুষজন রাজ্য সরকারের দেওয়া নানাবিধ সামাজিক-অর্থনৈতিক সুবিধা থেকেও সাধারণভাবে বঞ্চিত। গ্রামগুলির দায়িত্ব আমাদের কাছে তেমন কোনও প্রতিবন্ধকতা নয়, কিন্তু সমস্যা হল এই গ্রামগুলিতে বিশ্বভারতীর জায়গা ক্রমশ দখল হয়ে যাচ্ছে! বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য ২০০৮ সালে রাজ্য সরকার ও বিশ্বভারতীর আধিকারিকদের নিয়ে একটি যৌথ কমিটি তৈরি হয়; পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যসচিব ২০১৪ সালে তার একটি মিটিং আহ্বান করেন— যা আদৌ ফলপ্রসূ হয়নি বা

পরিস্থিতিরও কোনও পরিবর্তন হয়নি! যদিও এই গ্রামগুলিকে পুরসভা বা পঞ্চায়েতের অধীনে আনার ব্যাপারে বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে 'আপত্তি নেই'— এই মর্মে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৬। আশ্রমের ভিতর দিয়ে যে রাস্তা পিয়ার্সনপল্লি(ডাকঘর কালীসায়র রোড)-র ইন্টিগ্রেটেড সায়ান্স বিল্ডিঙের পাশ দিয়ে গেছে তার একদিক বরাবর ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য দোকান। আমরা নিজেদের মধ্যে একটা মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিই বিশ্বভারতীর জায়গায় এরকম আর আমরা বরদাস্ত করব না কেননা তাহলে কিছুদিনের মধ্যে আরেকটা 'কবিগুরু মার্কেট' গজিয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকবে! প্রয়োজনের সময় এই জায়গাগুলি ফিরে-পাওয়াও বিশ্বভারতীর পক্ষে কঠিন হবে। আমরা ওই দোকান মালিকদের একসপ্তাহের নোটিশ দিলাম এবং তারপর কাঠামোগুলো ভেঙে ফেলার পরিকল্পনা করলাম। এটা হয়তো ঠিক যে আমাদের সিদ্ধান্ত ওই দোকানদারদের বেশ ক্ষতির কারণ হল কিন্তু এও সত্য বিশ্বভারতীর সম্পত্তিরক্ষার দায়িত্ব আমাদের উপরই ন্যস্ত হয়ে আছে। সেইজন্যই কারোর কারোর কাছে এই সিদ্ধান্ত অসন্তোষজনক হলেও আমাদের তা করতে হয়েছে।

৭। সম্প্রতি, ২০২০ সালের জুন মাসে, শোনা গেল তান হস্টেল যেখানে আছে সেইখানে আমাদের জায়গায় একটা শিবমন্দির তৈরি হচ্ছে। আমরা স্থানীয় মানুষজনকে বললাম, জায়গাটা যেহেতু বিশ্বভারতীর তাই সেখানে কোনও নির্মাণকাজ করতে দেওয়া যাবে না। তাছাড়া, বিশ্বভারতীর পরম্পরা অনুসারে (যা ট্রাস্ট ডিডেও উল্লিখিত আছে), এখানে কোনওরকম পৌত্তলিক উপাসনা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। আমাদের কথায় স্থানীয় কাউন্সিলরসহ স্থানীয় মানুষ কেউই কর্ণপাত করলেন না। বরং স্থানীয় পঞ্চায়েত খুব তৎপরতার সঙ্গে আমাদের সীমানা-দেওয়াল গাঁথা থামাতে একটা নোটিশ ধরিয়ে দিয়ে বলল যে জায়গাটা নাকি সরকারি ভেস্টেড ল্যান্ড; যা বিশ্বভারতীর নথি-অনুসারে সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমরা আমাদের লোক দিয়ে প্রাচীর গেঁথে তান হস্টেল রক্ষা করলাম। যেহেতু জায়গাটা বিশ্বভারতীর, সেইজন্য আমরা স্থির করলাম আইনি পথে যা করণীয় তা করা হবে।

৮। খাসপাড়া, পূর্বপল্লি রেললাইন এলাকা, দক্ষিণপল্লি, ভুবনডাঙা বাঁধ ইত্যাদি এরকম আরও অনেক জায়গা আছে যেগুলো অন্যান্যদের সঙ্গে উদ্বাস্তু এবং বস্তিবাসীরা দখল করে নিচ্ছে। এই জায়গাগুলো সহজে বেহাত হয়ে যাচ্ছে যেহেতু এই জায়গাগুলোতে কোনও সীমানা-প্রাচীর নেই। বিশ্বভারতী অজস্র ছিদ্রবহুল ক্যাম্পাস হওয়ার কারণেই সম্ভবত তথাকথিত 'জমি-হাঙর'-এর দল বিশ্বভারতীকে তাদের সহজ-শিকার বানিয়ে তোলে।

৯। আদিবাসী, উদ্বাস্তু, বস্তিবাসীদের এইসব গণজবরদখল ছাড়াও এমন অনেক দখলদার ব্যক্তির দৃষ্টান্তও দেওয়া যায় যাঁরা সচ্ছল ব্যক্তি; এমনকি তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বভারতীর বেতনভুক!

যা আশুকরণীয়:

ক) দক্ষিণপল্লি পুরনো সাব-রেজিস্ট্রি অফিস: ১৫-২০টা স্টল সরাতে হবে। পরিত্যক্ত বাড়িটি ভেঙে ফেলতে হবে। আনুমানিক ১০০মিটার সীমানা-প্রাচীর সংস্কার করতে হবে এবং উঁচু করতে হবে।

খ) ভুবনডাঙা বাঁধ এলাকা: এইমুহূর্তে এইটাই সবচেয়ে সমস্যা-জটিল জায়গা। ৪০-৫০টি নির্মাণ ভেঙে ফেলতে হবে। ১৪০০ মিটার সীমানা-প্রাচীর গাঁথা প্রয়োজন হবে এখানে। আর ২০১২ সালে বিশ্বভারতী যে সীমানা-প্রাচীর দিয়েছিল সেই অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করবার জন্য ২০০মিটার প্রাচীর গাঁথতে হবে।

গ) লিজের জায়গার অবৈধ দখলদারি: পূর্বপল্লি, দক্ষিণপল্লি, শ্রীপল্লি এলাকায় লিজের জায়গার অবৈধ দখলদারদের উৎখাত করতে হবে। এই দখলদাররা খুব উঁচুতলার মানুষ এবং তাঁদের বেআইনি দখলদারি বজায় রাখার জন্য তাঁরা কলকাঠি নাড়বেন। অবৈধ দখলদার হলেও তাঁদের নাম নেওয়া মুশকিল যেহেতু তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্ব! বিশ্বভারতীর একান্ত অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁরা পরমানন্দে বিশ্বভারতীর জমি অবৈধভাবে ভোগ করে চলেছেন। এই প্রসঙ্গটা শেষ করার আগে আমি একটা কৌতুককর ছোট্ট গল্প শোনাতে চাই যা বিশ্বভারতীর লিজপ্রাপ্ত জমির নথি ঘাঁটতে গিয়ে আমি পেয়েছিলাম। বিশ্বভারতীর জমিজমা-সংক্রান্ত নথিপত্রে দেখি ১৯৪০-এর দশকের মাঝমাঝি একজন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তির বাবা শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অনুরোধ করে লিখছেন, ক্যাম্পাসের মধ্যে তাঁর (দখলভুক্ত) জমির বদলা-বদলি করে রথীন্দ্রনাথ যেন লালবাঁধ-সন্নিকটস্থ তাঁর(ওই ব্যক্তির) জমি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গ্রহণ করার প্রস্তাবে সম্মত হন! লালবাঁধের ওই জমি ছিল বেহদা এবং নিষ্ফলা। রথীন্দ্রনাথ উভয়সংকটে পড়লেন কারণ ওই ব্যক্তির প্রস্তাব পত্রপাঠ নাকচ করে দেওয়া তাঁর পক্ষে নানা কারণেই খুব কঠিন ছিল। রথীন্দ্রনাথ তখন আমাদের একজন বিখ্যাত উপাচার্যের পিতামহের কাছে উপায় জানতে চাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাব খারিজ করে দেওয়ার পরামর্শ দিলেন রথীন্দ্রনাথকে কারণ প্রস্তাবটি ছিল স্পষ্টতই ব্যক্তিস্বার্থপ্রণোদিত এবং বিশ্বভারতীর স্বার্থের পরিপন্থী। এই সিদ্ধান্তের কারণে গুরুদেবের পুত্রের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের ওই বিশিষ্ট পরিবারটির সম্পর্কের খিঁচ চিরস্থায়ী হল!

ঘ) বিশ্বভারতী যাদের জমি দিয়ে দপ্তর বানাতে সাহায্য করেছিল তার ভাড়া অস্বাভাবিকরকম কম! উদাহরণ: এসইডিসিএল, এসবিআই, দূরদর্শন, আকাশবাণী এরকম আরও প্রতিষ্ঠানের ভাড়া এক্ষুনি নতুন হারে ধার্য করা উচিত যেহেতু কয়েকদশক আগে এই ভাড়া ধার্য হয়েছিল; এমনকি আমরা তারজন্য কোনও আনুষ্ঠানিক চুক্তিপত্রে সই পর্যন্ত করিনি! জমির ক্রমবর্ধমান বাজারদর অনুযায়ী ক্যাম্পাস এলাকা এবং তার আশপাশের জায়গার ভাড়া নতুন করে নির্ধারণ করা স্বাভাবিক এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে তার আইনগত চুক্তি সম্পাদন হওয়া দরকার।

ঙ) বিশ্বভারতীর আইনসংগত আয়ের প্রশ্নে বঞ্চনার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত ক্যাম্পাসের ভিতরেই অবস্থিত কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি(মেলাপ্রাঙ্গণের উলটোদিকে)এবং সমবায়িকা(পোস্টঅফিস ও সুবর্ণরেখার কাছে)। যার প্রথমটির সম্পূর্ণ বিনাভাড়ায় চলে আর দ্বিতীয়টি মাসে নামমাত্র ১০০টাকা ভাড়া দেয়। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, প্রথমটির সঙ্গে কোনও লিজ-চুক্তি নেই; এবং কোনও ভাড়াও সে শুরু থেকে দেয়নি! এবং এইভাবে বছরের পর বছর ক্যাম্পাসের একটা মোক্ষম জায়গা জুড়ে তারা ব্যাবসা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা সবে গতমাস(জুন ২০২০)থেকে ক্রেডিট সোসাইটির পরিচালন সমিতির সঙ্গে একটা বাস্তবসম্মত মাসিক ভাড়ার ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে ও চুক্তি সম্পাদন করতে সচেষ্ট হয়েছি। সমবায়িকার ব্যাপারটা আরেকটু 'অ-রাবীন্দ্রিক' যেহেতু সমবায়িকা এক সবজিওয়ালা এবং বিশ্ব-ট্র্যাভেলের কাছ থেকে মাসে ৫০০টাকা ভাড়া আদায় করে অথচ নিজে

বিশ্বভারতীকে ভাড়া দেয় মাসে ১০০টাকা! সুতরাং, সমবায়িকা যে-পয়সাটা বিশ্বভারতীকে ভাড়া দেয় তার চেয়ে বেশি সে ভাড়া-আদায় হিসেবে আয় করে। এটা একটা ঘোটালা যার খুঁটিনাটি ভাল করে তদন্ত করে দেখা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থমঞ্জুরি যাঁরা করেন সেই মানবসম্পদবিকাশ মন্ত্রককে এবিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। সমবায়িকার বার্ষিক আয়-ব্যয়ের খতিয়ান দেখলে কিন্তু বোঝা যায়, এদের আয় খুব মন্দ নয়। তবু, ক্যাম্পাসের কেন্দ্রস্থলে দু-দুটো বাড়ি জুড়ে ব্যাবসা করা সমবায়িকা ন্যায্য ভাড়াটুকু দিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক! যদি সমবায়িকা ন্যায্য ভাড়া দিতে রাজি না হয় তাহলে আমরা ভূমিআইন মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব; যার ফলে সমবায়িকায় করে খাওয়া মানুষের অসন্তোষের কারণ ঘটবে আবার।

চ) রবীন্দ্রনাথের মানবিক চিন্তাভাবনার প্রতি আমাদের সংবেদনশীলতাবশত; এবং সেই কারণেই নব্বই বছরের বেশি সময় ধরে বসবাস করা বালিপাড়া, পিয়ার্সনপল্লি এবং কালীগঞ্জ এলাকার অধিবাসীদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল। বিশ্বভারতী যেহেতু (এই গ্রামগুলিকে পঞ্চায়েত বা পৌরসভার অধীনে আনার প্রশ্নে) তার 'আপত্তি নেই' জানিয়ে দিয়েছে রাজ্য সরকারকে; সুতরাং অন্য পাঁচটা জায়গার মতো স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই গ্রামগুলির অধিবাসীদের উপকারের জন্য ন্যায্য সরকারি সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও আর কোনও বাধা থাকার কথা নয়। তাছাড়া সকারের উচিত প্রয়োজনমতো ক্ষমতা প্রয়োগ করে কঠোর আইনি পদক্ষেপের মাধ্যমে জমি-হাঙরদের দুষ্কর্মের হাত থেকে স্থায়ীভাবে অভাগা আদিবাসীদের রক্ষা করা; যে আদিবাসী গ্রামগুলি বিশ্বভারতীর সঙ্গে একইভাবে বিকশিত হয়েছিল।

আমার আগের বার্তালাপগুলিতে যে-কথা বলে এসেছি: এই বার্তালাপগুলির উদ্দেশ্য হল গুরুদেবের 'মানসকন্যা';—সমাজ-অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের পরিবর্তনের প্রশ্নে তাঁর একক সুনির্দিষ্ট উদ্ভাবনমূলক চিন্তাতরঙ্গের প্রয়োগক্ষেত্র 'বিশ্বভারতী'র অবনমনের কারণগুলিকে চিহ্নিত করা।

আমি এই বার্তালাপ শেষ করছি সেই একই আবেদন রেখে যা আমি আগেও বলেছি, তা হল যেহেতু আমাদের যুদ্ধ কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে, সেইজন্য আমাদের অবশ্যই সামাজিকভাবে আরও সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে; —কেননা আমাদের দৈনন্দিন জীবনধারা তছনছ করে দেওয়া অদৃশ্য শত্রুর মোকাবিলার ক্ষেত্রে এটিই হল প্রকৃষ্ট পন্থা।

আস্থা রাখুন।

বিদ্যুৎ চক্রবর্তী

বিদ্যুৎ চক্রবর্তী
২৬/০৭/২০২০

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

Vice-Chancellor
Visva-Bharati
Santiniketan
West Bengal-731235
India

(13)

Visva-Bharati
Estate Office

ESTATE OFFICE * Santiniketan * VISVA-BHARATI

Report on Eviction of Unauthorized Occupants and Demolition of Unauthorized Structures during the last two years

Trough administrative action by Estate Office

Serial no	Date	Place	Land area Made Encroachment-Free	Details of Structures Removed	Remarks
1	25-11-2018	Post Office Market	3 decimals	6 stalls	These stalls were not in use.
2	06-01-2019	Dakshinpalli	02 decimals	3 huts	One family was residing. University has now walled / beautified the place. Students have done paintings on new wall.
3	10-01-2019	Post Office Market	2 decimals	3 stalls	
4	27-01-2019	Ratanpalli Market	01 decimals	2 stalls	
5	27-01-2019	Backside of Nanda Sadan Boys Hostel	05 decimals	1 abandoned Building (LSS qtrs)	Anti-socials were using this building. One family was also residing. Local people had complained to Governor.
6	01-02-2019	Nanda Sadana Hostel, Santisri Hostel	04 decimals	02 unauthorized canteens	These two unauthorized canteens were built more than 15 years ago. **Earlier attempts to demolish these were foiled by students.**
7	4-02-2019 9-02-2019	Lalbundh	02 decimals	1 earthen hut and 1 wooden hut	Sekh Asgar was residing here for 10 years. Even complaint to police failed to remove him.
8.	17-02-2019	Ratanpalli Market near Creche	02 decimals	2 stalls	Stall owners were dumping wastes inside the crèche.
9.	19-2-2019	Post Office Market	01 decimal	2 stalls	
10	8-4-2019, 9-4-2019	Ratanpalli	03 decimals	Abandoned building	The abandoned building was being used by anti socials.
11	12-4-2019	Dakshinpalli staff qtrs	0.5 decimal	1 unauthorized pucca structure	Structure built unauthorized by Tanup Nath, employee.
12	15-4-2019	Gurupalli (near CFEL)	0.5	1 pucca toilet was built on V-B land.	
13	16-6-2019	Handicraft Market (Nisa Hotel - SBI)	-	-	Notice issued. Gov't help solicited. Meetings held. Project underway.
14	26-7-2019	Siksha Bhavana More to Vinaya-Bhavana More	20 decimals	10 stalls removed and earth levelled	Plantation done by Garden Section subsequently.

cont'd .. P/2

ESTATE OFFICE
Santiniketan
VISVA-BHARATI

15	14-8-2019	Post Office Market	02 decimals	3 stalls removed	
16	12-12-2019	Ratanpalli (backside of NCC)	01 decimal	1 building	Joint survey done. Engg Dept requested for boundary wall urgently.
17	24-01-2020	Near SBI, Santiniketan	-	-	Notice issued to Dasarath Konui Chinmoy Hazra, Bubai Hazra, Chinu. 03 dec land is encroached.
18	07-02-2020	Bhubandanga (Bolpur Mouza)	13 decimals		This was earlier given to PSV for running school. Caretaker's son staying here for 20 years. Land surveyed and marked. **Inspection report sent to authority for decision. Demolition and boundary wall required.**
19	07-03-2020	Nichu Bandhgora (Bandhgora mouza)	11 decimals	1 structure (Manasa temple)	Land surveyed, identified and pillared in presence of local people, V-B Security, Advocate and Councillor. **Proposal for boundary wall pending.**
20	09-06-2020	Post Office Market	03 decimals	6 stalls demolished.	
21	18-6-2020, 19-6-2020, 20-6-2020	Tan Boys Hostel	01	01 structure and 4 concrete columns	Unauthorized Shiva temple removed. Part of the complex walled by Engg Dept in presence of Estate, Security. **Boundary wall is to be completed.**

Proceedings started under PP Act, 1971

Sl No	Name of Suspected Occupier	Case no, if any	Area of Land affected	Present Status
1.	Madhabi Bhattacharya	1/ 2019	132 dec	Pending
2.	Branch Manager, BDCCB, Sriniketan	5/2019	10 dec	Construction stopped. Bank applied for agreement as per EC resolution of V-B
3.	Ananya Roy	4/ 2019	7 dec	Pending
4	Ashis Nayek	5/ 2018	0.5 dec	Structure sealed
5.	Shital Dhibar	2/2020	2.5 dec	Construction stopped by party
6	Subhayu Chattopadhyay Satya Sain	4/2018	17 dec	Pending
7	Sumitro Kar	3/2019	19 dec	Pending/ Joint Survey held/ record corrected by the BLLRO
8	Subir Hazra		01 dec	Structure removed by party
9	Sk Humayun Jyotsna Bibi		03 dec	Pending
10	Inaul Mallik	3/2020	2.5 dec	Structure removed by party

cont'd P/3